তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৬৫

**বিভিন্ন দেশের যৌথ সহযোগিতা ছাড়া সাইবার স্পেস সুরক্ষিত রাখা সম্ভব নয়**

**--- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক সাইবার স্পেসে কোনো সীমান্ত বা সীমানা নেই উল্লেখ করে বলেন-কোনো ব্যক্তি, সংস্থা এবং বিভিন্ন দেশের যৌথ সহযোগিতা ছাড়া কেউ তাদের সাইবার স্পেস সুরক্ষিত করতে পারে না। তাই এ লক্ষ্য অর্জনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন। তিনি বলেন নীতি, কাঠামো, আইন এবং একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া কোনো দেশ সাইবার জগৎকে নিরাপদ রাখতে পারে না।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর হোটেল রেডিসনে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির উদ্যোগে এবং ইউএনডিপি’র সহযোগিতায় ‘বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ার্ড ২০২৩’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

পলক বলেন, সবাই জি-মেইল ব্যবহার করলেও নিজস্ব একাউন্ট থাকা উচিত। কারণ জি-মেইল ভার্নারেবল। যেকোনো সময় আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। তবে এখনো যারা হ্যাকিংয়ের শিকার হননি তারা কেউই বলতে পারবেন না যে, তিনি হ্যাকড হননি। তাই আপনাকে সচেতন থাকতে হবে। কেননা, কেউ না কেউ ইন্টারনেটে আপনাকে নজরদারিতে রেখেছে।

প্রতিমন্ত্রী সাইবার জগৎকে নিরাপদ রাখতে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে সচেতনতা, কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন, ডিজিটাল ও নীতি অবকাঠামো তৈরির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আন্তঃসীমানা সহযোগিতায় এ ৪টি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। তাই আন্তর্জাতিক আন্তঃসীমানা সহযোগিতায় একক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে হবে। এখন থেকে প্রতি বছরই এ পদক দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেন প্রতিমন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সাইবার নিরাপত্তা অ্যাওয়ার্ড-২০২৩ পেয়েছে ছয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী ক্যাটেগরিতে প্লেন্টি প্রজেক্ট নিয়ে স্মার্ট স্টুডেন্ট হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে সেন্ট জোসেফ স্কুলের শিক্ষার্থী তামজিদ রহমান। পাশাপশি এন্টারপ্রেনার্স ক্যাটেগরিতে ভারতের ‘এন্ড নাও ফাউন্ডেশন’, স্টার্টআপ ক্যাটেগরিতে ‘বাইট ক্যাপসুল’, সরকারি ক্যাটেগরিতে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়র্ক এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এবং বিশেষ ক্যাটেগরিতে পুরস্কৃত হয়েছে ‘পথচলা ফাউন্ডেশন’। পরে প্রতিমন্ত্রী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিনের সভাপতিত্বে অন্যান্যোর মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জি এস এম জাফরুল্লাহ, ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সির মহাপরিচালক আবুু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান, ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)’র সহযোগিতায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ‘বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ার্ড ২০২৩’ চালু করেছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতার উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এই পুরস্কারের নামকরণ করা হয়েছে।

#

শহিদুল/জামান/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/২১১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৬৪

**ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড শেখ হাসিনা সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

সাভার (ঢাকা), ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ সাভারে বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি মিলনায়তনে একাডেমির প্রধান ফটক ও ডরমিটরি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের নামফলক স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ একসময় বিপন্ন দেশ ছিল। দারিদ্র্যের কষাঘাতের দেশ ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সিম্বলিক দেশ ছিল। আজ সে দেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বের বিস্ময়, উন্নয়নের রোল মডেল। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। তারই অংশ হিসেবে দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। এটি হবে দেশের প্রাণিসম্পদ খাতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

মন্ত্রী বলেন, করোনাসহ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের যেকোন উন্নয়ন প্রকল্প তিনি অগ্রাধিকার দেন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মো. এমদাদুল হক তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ টি এম মোস্তফা কামাল। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. আব্দুর রহিম। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মন্ত্রী বিসিএস লাইভস্টক একাডেমির প্রধান ফটক ও ডরমিটরি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের নামফলক স্থাপন করেন।

মন্ত্রী বলেন, বিএনপি এখন হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে আবোলতাবোল কথা বলছে। বিএনপির অনেক নেতা বহুবার বলেছে এই ডিসেম্বরে ক্ষমতায় আসবে। কেউ বলছে পহেলা জানুয়ারি থেকে রাষ্ট্র চালাবে তারেক রহমান, কেউ বলছে খালেদা জিয়া দুই সপ্তাহ পর বেরিয়ে আসবে। এটা হচ্ছে হতাশায় এলোমেলো কথা বলার পরিচয়। আওয়ামী লীগ মাটি ও মানুষের দল। তাদের হুমকিতে আওয়ামী লীগ বিচলিত নয়। ২৮ তারিখ কেন, নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত সাংবিধানিকভাবে শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হবে, যারা ভোট পাবেন তারা সরকার পরিচালনা করবেন।

মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা সরকার আইনের বাইরে কিছুই করবে না। দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান। সংবিধানে বলা হয়েছে একটি নির্বাচিত সরকার আরেকটি নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। এর মাঝামাঝি কোনো সুযোগ নেই। ’৭১ সালে আমাদের দেশ যাতে জন্ম নিতে না পারে, সে সময় যারা বিরোধিতা করেছে, তারা সারাজীবনই বিরোধিতা করবে।

#

ইফতেখার/জামান/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৬৩

**ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর আরো জোর দিতে হবে**

**-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর):

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে থেমে থেমে বৃষ্টির সাথে উষ্ণ আবহাওয়ায় এডিস মশা বেশি জন্মায়, এটি আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই বিধায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সকলে সচেতন হলেই এডিস মশার জন্মানোর উৎস ধ্বংস করা সম্ভব।

মন্ত্রী আজ ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ-২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। ইউনিসেফের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ শের আলী ।

মন্ত্রী বলেন, "নিজ আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখি, সবাই মিলে সুস্থ থাকি" এই স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে মারাত্মক ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশার বংশবিস্তার রোধে এর প্রজনন স্থান নষ্ট করতে সবাইকে সচেতন হতে হবে। তিনি বলেন, ডেঙ্গু রোগটি এখন আর শুধু শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ৭৬ শতাংশ ডেঙ্গু রোগী ঢাকার বাইরের। ফলে এডিস মশা এবং ডেঙ্গু রোগ দু’টি সারাদেশে সমানভাবে ছড়িয়েছে। সেজন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ হতে এই বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সারা দেশের ৬৪ জেলায় ১৮ হাজারেরও অধিক স্বেচ্ছাসেবী একযোগে সপ্তাহব্যাপী এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে কার্যকর কোনো উপায় এখন পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি। তাই এ বিষয়ে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে, জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, দেশব্যাপী ‘ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ’ উদ্‌যাপন ও প্রচার অভিযান পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি এমা ব্রিগহাম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ড. এন্থনি এসহোফনি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডেঙ্গু সিনড্রোমের ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনার উপর জাতীয় নির্দেশিকা প্রস্তুতকারী প্রফেসর ড. কাজী তরিকুল ইসলাম।

#

হেমায়েত/জামান/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৬২

**‘সাবাশ সোনার বাংলাদেশ’ সংগীতের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

**দেশ কিভাবে চলবে সে সিদ্ধান্ত নেবে দেশের মানুষ, বাইরের কেউ নয়**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর):

গীতিকার হাসানুজ্জামান মাসুমের কথা, বাপ্পা মজুমদারের সুর ও সংগীত এবং গাজী শুভ্রর নির্দেশনায় দেশের বরেণ্য দশ শিল্পীর গাওয়া দেশাত্মবোধক আধুনিক গান ‘সাবাশ সোনার বাংলাদেশ’ সংগীত উদ্বোধন করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ। প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী নকীব খান, ফাহমিদা নবী, বাপ্পা মজুমদার, এলিটা করিম, দিলশাদ নাহার কণা, সোমনূর মনির কোনাল, কিশোর দাস, জামান সাইফ, সাজ্জাদ হোসেন শাওন ও ইমরান মাহমুদুল গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন।

আজ অপরাহ্নে সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতর সম্মেলন কক্ষে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, ভিডিও সংগীতটির উদ্যোক্তা গীতিকার হাসানুজ্জামান মাসুম এবং শিল্পী প্রতিনিধি হিসেবে ফাহমিদা নবী বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহ্মুদ গানটি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, আজকের প্রেক্ষাপটে এমন একটি গান রচনার জন্য আমি গীতিকারকে এবং সুরকার বাপ্পা মজুমদারসহ যারা এতে অংশ নিয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমি গানের একজন ভালো শ্রোতা। এই গানটির মিউজিক কম্পোজিশন খুবই ভালো।

সবাইকে গানটি হৃদয় দিয়ে উপভোগের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘গানটির মধ্যে আত্মমর্যাদার কথা রয়েছে। এই দেশটা আমাদের এবং আমাদের দেশ কিভাবে চলবে সেই সিদ্ধান্ত নেবে দেশের মানুষ আমরা, বাইরের কেউ নয়। সেই কথাটা এই গানের মধ্যে আছে।’

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, জাতিগত উন্নয়নের জন্য এ ধরনের সংস্কৃতিচর্চাকে এগিয়ে নিতে হবে।

বক্তৃতাপর্ব শেষে ও সংগীতটির উদ্বোধনী পরিবেশনার আগে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহ্মুদ, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়া, গানটির কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ফাহমিদা নবী, সোমনূর মনির কোনাল, এলিটা করিম, কিশোর দাস এবং জামান সাইফ গানের পোস্টার উন্মোচনে অংশ নেন।

#

আকরাম/জামান/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৬১

**২৮ অক্টোবর সরকারের নয় বিএনপিরই পতন যাত্রা শুরু হবে**

**--- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘২৮ অক্টোবর সরকারের নয় বরং বিএনপিরই পতন যাত্রা শুরু হবে এবং সহসাই তাদেরকে নির্বাচন পরবর্তী আন্দোলনের ঘোষণা দিতে হবে।’

আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিল সদস্যদের সন্তানদের মেধাবৃত্তি ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সমসাময়িক রাজনীতি প্রসঙ্গে মন্ত্রী এ কথা বলেন। ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের সভাপতি মামুন ফরাজীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসান হৃদয়ের সঞ্চালনায় আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সদস্য এডভোকেট বলরাম পোদ্দার এবং পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি কিছু দিন আগে বলেছিলো অক্টোবর মাসে ফাইনাল খেলা। তারপর বললো, পূজার পরে। আবার বিএনপি মহাসচিব গতকাল বলেছিলেন ২৮ তারিখ তারা সরকারের পতনের দাবিতে সমাবেশ করবেন আর আজকে নাকি তার আগেই সরকারকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এখন মানুষ হাস্যরস করে বলে, এটা এবারের ২৮ তারিখ না কি আগামী বছরের, না কি তার পরের বছরের। কারণ গত প্রায় ১৫ বছর ধরে আমরা এই আন্দোলনের হুমকির মধ্যে আছি এবং বাস্তবতা হচ্ছে বিএনপির কর্মীরা ছাড়া জনগণের সেখানে কোনো সম্পৃক্ততা নাই।’

এ সময় রাজনীতির শান্তিপূর্ণ চর্চার উদাহরণ তুলে ধরে গত বুধবার একই সময়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সমাবেশ সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, ‘গতকাল ঢাকা শহরে দু’টি বড় সমাবেশ হয়েছে, যার মাঝে দূরত্ব ছিলো মাত্র ২ কিলোমিটার। কিন্তু এ নিয়ে ঢাকা শহরে বিন্দুমাত্র কোনো গণ্ডগোল হয়নি। রাজনীতির চর্চাটা এ রকমই হওয়া প্রয়োজন।’

ফিলিস্তিন পরিস্থিতি নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ফিলিস্তিনে হাসপাতালে হামলায় ৮শ’ মানুষ এবং শতশত শিশু মৃত্যুবরণ করেছে। তাদেরকে কবর দেওয়ার জায়গা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত পৃথিবী প্রতিবাদ করেছে, ফ্রান্স থেকে শুরু করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সেই হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী গতকাল এবং এর আগেও প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং আমি সরকারের তথ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম থেকেই এই হত্যাযজ্ঞ-যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলে আসছি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে গতকাল বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।’

সমস্ত পৃথিবী এই বর্বরতার প্রতিবাদ জানিয়েছে শুধু বিএনপি এ প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেনি উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘তার মানেটা কি, তারা শুধু বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য আর তারেক রহমানের শাস্তি নিয়েই ব্যস্ত। আজকে যে পুরো পৃথিবী এর বিরুদ্ধে কথা বলছে সেটি তাদের কানে পৌঁছায় না। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক, আশ্চর্যজনক। প্রতিবাদ না জানিয়ে বিএনপি কার্যত এই বর্বরতা, এই শিশুহত্যার পক্ষ অবলম্বন করেছে, ইসরাইলের পক্ষ অবলম্বন করেছে। আমি মনে করি, এ ব্যাপারে কারা কি করছে সে নিয়ে জনগণকে জানানোর নৈতিক দায়িত্ব সাংবাদিকদের।’

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের দেশে জামাত শ্লোগান দেয়, “আল্লাহর আইন চাই এবং সৎ লোকের শাসন চাই”। আর আজকে বিএনপির সাথে জামাতও নিশ্চুপ। অর্থাৎ এরা আসলে ধর্মটাকে ব্যবহার করে মানুষের কোমল হৃদয়ে আঘাত হানার জন্য, ক্ষমতায় যাওয়ার সোপান হিসেবে। এরা হচ্ছে ধর্ম ব্যবসায়ী। আজকে তাদের এই নিশ্চুপ থাকা ইসরাইলকে সমর্থন করার সামিল, যেখানে পুরো পৃথিবী এ নিয়ে কথা বলছে।’

অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে মেধাবৃত্তি ও সংবর্ধনা স্মারক অর্পণকালে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘জীবনটাকে সংগ্রাম হিসেবে নিতে হবে, জীবন সংগ্রামে তোমরা অন্যদের পথ প্রদর্শক হবে। তোমরা নিজেরা স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছবে এবং তোমাদের হাত ধরে দেশও স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছাবে।’

#

আকরাম/জামান/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১৩৬০

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩ কার্তিক ( ১৯ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৯৮ শতাংশ। এ সময় ৭১৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৫২৯ জন।

#

সুলতানা/জামান/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৫৭

**ইসরাইলের বর্বরোচিত হামলায় ফিলিস্তিনি নাগরিকদের মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

গাজাসহ ফিলিস্তিনের অন্যান্য স্থানে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর সাম্প্রতিক বর্বরোচিত হামলায় ফিলিস্তিনি নাগরিকদের মৃত্যুতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে।

নিহতদের আত্মার শান্তি ও আহতদের সুস্থতার জন্য দেশের সকল মসজিদে আগামীকাল শুক্রবার বাদ-জুমা বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হবে।

২১ অক্টোবর শনিবার সকল সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে আজ এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

রবি/রাসেল/আসমা/২০২৩/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ১৩৫৬

**ইসলামাবাদে বাংলাদেশ দূতাবাসে শেখ রাসেল দিবস পালিত**

ইসলামাবাদ, ১৯ অক্টোবর:

ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশন গতকাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মবার্ষিকী ‘শেখ রাসেল দিবস’ যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে দূতালয় প্রাঙ্গন বর্ণাঢ্য ব্যানার, পোস্টার ও রঙিন বেলুনে সুসজ্জিত করা হয়। বাংলাদেশ হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ ও তাদের পরিবারবর্গ এতে অংশগ্রহণ করেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা পর্ব শুরু হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

অনুষ্ঠানে হাইকমিশনার মোঃ রুহুল আলম সিদ্দিকী তাঁর বক্তৃতায় শেখ রাসেল এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি সকল শিশু-কিশোরদের নিয়ে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এরপর শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন আনন্দ-ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে শেখ রাসেলের জীবনীভিত্তিক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আবৃত্তি ও গান পরিবেশন করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে ‘শেখ রাসেল দিবস’ উপলক্ষ্যে হাইকমিশনার শিশুদের সাথে নিয়ে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতি আঁকা প্রমাণ সাইজের একটি কেক কাটেন। সর্বশেষ আনন্দ-ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ও সকল শিশু-কিশোরদের মাঝে আকর্ষণীয় পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত অতিথিদের মাঝে বাংলাদেশি খাবার পরিবেশন করা হয়।

#

খাদীজা/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১৪৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৫৫

**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়।

গতকাল মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষের সম্মুখে স্থাপিত শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ এহছানে এলাহীসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

কেক কাটার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল। এ সভায় সচিব এহছানে এলাহী শেখ রাসেলের জন্ম, বেড়ে ওঠা, শৈশব স্মৃতি, তৎকালীন স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের জীবন স্মৃতি এবং দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে তথ্যবহুল আলোচনা করেন। তিনি প্রতিটি শিশু যেন আদর ভালোবাসায় বেড়ে ওঠে ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটে, সেলক্ষ্যে শিশুদের বসবাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় রাসেল এর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বনানীতে শেখ রাসেলের সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

#

ফেরদৌস/রবি/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০০০ ঘণ্টা

  তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ১৩৫৪

**শিশু রাসেলের নির্মল দৃষ্টি ছড়িয়ে দিতে কাজ করছি**

**-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

মুম্বাই, ১৯ অক্টোবর:

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, শিশু রাসেলের নির্মল দৃষ্টি ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশে শুধু নয়, সমস্ত পৃথিবীতে বাংলার মানুষ যাতে ছড়িয়ে দিতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। শিশু রাসেল একটি সম্ভাবনাময় জীবনের নাম। আগামী দিনের বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যে মেধাসম্পন্ন একটি শিশু, সে বেড়ে ওঠার আগেই নির্মম হত্যাকান্ডের স্বীকার হয়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র পৃথিবীতে মানবজাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক ঘটনা ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট। যেখানে মানবতা মুখ থুবড়ে পড়েছিল। একটি রাষ্ট্রের রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে।

গতকাল ভারতের মুম্বাইতে বাংলাদেশেস্থ উপ-হাইকমিশন আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আজকে বাংলাদেশ মানবতার জন্য লড়াই করছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা হিংস্রতার শিকার হয়েছিলাম । পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আমাদের ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি করেছে। সে জায়গা থেকে সেই অবস্থায় মানবিক একটি দেশ, মানবিক একটি বিশ্ব গড়ার শপথ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় তাঁকে আঘাত করা হয়েছে। এ ধরনের পৈশাচিক হত্যাকান্ডের পর বাংলাদেশ আর আলোর মুখ দেখেনি। আজকে ২০২৩ সালে আমরা যখন দাঁড়িয়ে আছি- এ বাংলাদেশ হবে মানবিক। কারণ ১৯৭১ সালে যারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছিল সেসব যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছি। ৭৫ এর খুনিদের বিচার করেছি। বাংলাদেশ শুধু একটি মানবিক দেশ হিসেবে নয়, পৃথিবীর মানবতা যেন বিপর্যস্ত না হয় সেজন্য বাংলাদেশ কাজ করছে।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী মুম্বাইতে বাংলাদেশেস্থ উপ-হাইকমিশনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি এবং শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

উল্লেখ্য, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ভারতের মুম্বাইতে গ্লোবাল মেরিটাইম ইন্ডিয়া সামিট ২০২৩ এ অংশ নিতে ভারতে অবস্থান করছেন।

#

জাহাঙ্গীর/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১২৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ১৩৫৩

**ব্রাজিলে বাংলাদেশ দূতাবাসে শেখ রাসেল দিবস পালিত**

ব্রাসিলিয়া, ১৯ অক্টোবর:

‘শেখ রাসেল দীপ্তিময়, নির্ভীক নির্মল দুর্জয়’ প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে যথাযোগ্য মর্যাদায় ব্রাজিলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে বাংলাদেশি ও ব্রাজিলীয় শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ‘শেখ রাসেল দিবস’ পালিত হয়েছে।

গতকাল দূতাবাস প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতেই ব্রাজিলে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুননেসা শহিদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় শহিদ শেখ রাসেলের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুননেসা।

দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে শহিদ শেখ রাসেলের জীবনভিত্তিক বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। ব্রাজিলে বসবাসরত বাংলাদেশি শিশুরা দূতাবাসের আয়োজনে চিত্রাঙ্কন পর্বে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া শিশুতোষ সাংস্কৃতিক পর্বে ব্রাসিলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশি শিশু ও দূতাবাস পরিবারের শিশু-কিশোররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। শহিদ শেখ রাসেলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে রাষ্ট্রদূত সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ নেয়া সকল শিশু-কিশোরদের সাথে নিয়ে কেক কাটেন এবং তাদের মাঝে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করেন।

#

রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ১৩৫২

**লেবাননে বাংলাদেশ দূতাবাসে শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপিত**

বৈরুত লেবানন, ১৯ অক্টোবর

গতকাল লেবাননে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযথ মর্যাদার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন ও ‘শেখ রাসেল দিবস’ উদ্‌যাপিত হয়েছে। সেদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এয়ার ভাইস মার্শাল জাভেদ তানভীর খান শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও কেক কেটে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

সন্ধ্যায় দূতাবাস প্রাঙ্গণে দিবসটি উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লেবানন প্রবাসী বাংলাদেশিরা ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। এসময় শেখ রাসেলের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রবাহ নিয়ে একটি তথ্যচিত্রও প্রদর্শন করা হয়।

#

রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ১৩৫১

**রোমে শেখ রাসেলের জন্মদিন স্মরণে ‘শেখ রাসেল দিবস’ পালিত**

রোম, (১৯ অক্টোবর)

গতকাল ইতালির রোমে বাংলাদেশ দূতাবাস যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র শহিদ শেখ রাসেলের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। এ অনুষ্ঠানে দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিগণ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সেদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ মনিরুল ইসলাম এবং উপস্থিত সকলে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অতঃপর দূতাবাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শুনানো হয়। অনুষ্ঠানে শেখ রাসেলের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং শিশু-কিশোরদের কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন করা হয়।

এরপর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শেখ রাসেলসহ জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্যবৃন্দের আত্মার শান্তি কামনা করে এবং দেশ ও জাতির শান্তি ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া মোনাজাত করা হয়।

#

রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর : ১৩৫০

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপিত**

নিউইয়র্ক,১৯ অক্টোবর :

গতকাল জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে যথাযোগ্য মর্যাদায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেল এর জন্মদিন স্মরণে শেখ রাসেল দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন করা হয়। স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শহিদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অতঃপর শেখ রাসেলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। এরপর শেখ রাসেল-এর জীবন বিষয়ক একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানটিতে মূল বক্তব্য প্রদান করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আবদুল মুহিত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে সপরিবারে জাতির পিতার বর্বরোচিত ও নির্মম হত্যাকান্ডের কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, শেখ রাসেলের জন্মদিন উদ্‌যাপনের এই মুহুর্তে দুটি অনুভূতি আমাকে তাড়িত করছে। প্রথমত, সেদিন মাত্র ১০ বছর বয়সের শেখ রাসেল, জাতির পিতা, বঙ্গমাতা ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের যেভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, এমন নৃশংসতা সারা পৃথিবীতে বিরল। দ্বিতীয়ত, যে শিশুর বাবার নেতৃত্বে একটি স্বাধীন দেশ জন্মলাভ করেছে, সেখানে আজ সেই শিশুটি নেই, কিন্তু আমরা আছি। এটা আমার মাঝে এক গভীর দুঃখবোধ ও গ্লানির জন্ম দিয়েছে।

কেক কাটার মাধ্যমে শহিদ শেখ রাসেল এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়।

#

রবি/রাসেল/আসমা/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৪৯

**শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল থেকে পাঁচ দিনব্যাপী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজাউপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমি দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবই নয়, এটি এখন সর্বজনীন উৎসব। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’- এ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশে আমরা সব ধর্মীয় উৎসব একসঙ্গে পালন করি। আমাদের সংবিধানে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সকলে মিলে মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। এই দেশ আমাদের সকলের। বাংলাদেশ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি। যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার উন্নয়ন করে যাচ্ছে। সব ধর্মের মানুষ সমভাবে উন্নয়নের সুফল উপভোগ করছে।

আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি ।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকল নাগরিকের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রেজাউল/রবি/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৪৮

**শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩ কার্তিক (১৯ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল থেকে পাঁচ দিনব্যাপী শারদীয় দুর্গাপূর্জা উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও সারাদেশে যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনা, আনন্দ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজার সাথে মিশে আছে চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আবহমানকাল ধরে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করে আসছে। দুর্গাপূজা ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি সামাজিক উৎসবও। দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে একত্রিত হন, মিলিত হন আনন্দ-উৎসবে। তাই এ উৎসব সর্বজনীন। এ সর্বজনীনতা প্রমাণ করে, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি দুর্গাপূজা দেশের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শারদীয় দুর্গোৎসব সত্য-সুন্দরের আলোকে ভাস্বর হয়ে উঠুক; ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন আরো সুসংহত হোক- এ কামনা করি।

মানবতা সকল ধর্মের শাশ্বত বাণী। ধর্ম মানুষকে ন্যায় ও কল্যাণের পথে আহ্বান করে, অন্যায় ও অসত্য থেকে দূরে রাখে, দেখায় মুক্তির পথ। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার পাশাপাশি আমাদেরকে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ বিভিন্ন সংকটের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিশ্বব্যাপী দেখা দিয়েছে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি। এর ফলে নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ নানা সীমাবদ্ধতার মাঝে দিনাতিপাত করছে। আমি সমাজের দুস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালির চিরকালীন ঐতিহ্য। সম্মিলিতভাবে এ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিতে হবে আমাদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায়। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গঠনে কার্যকর অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। বিশ্বে মানুষ ও মানবতার জয় হোক- এ প্রত্যাশা করি।

শারদীয় দু্র্গোৎসব সফল হোক।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/রবি/কলি/আসমা/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ